2.2. রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan)

2.2.1. ভূমিকা (Introduction)

ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (RMSA) একটি সাম্প্রতিক উদ্যোগ যার উদ্দেশ্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলা। সর্বশিক্ষা অভিযান অনুক্রম বিশেষ সাফল্য লাভ করার ফলে সারা দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকাঠামো জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মানবসম্পদ উন্নয়ন (HRD) মন্ত্রক এটি অনুভব করে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 20,120 কোটি টাকা ব্যয়ে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান রূপায়ণের কাজ শুরু করে (2007-2012)।

সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান হল একটি কর্মসূচি যা প্রারম্ভিক এবং উচ্চশিক্ষার মধ্যে ফাঁকটি পূরণ করতে সচেষ্ট হয়। বিগত কয়েক বছর থেকেই সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যে সমস্ত অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুযোগ ছিল না সেখানেও বিশেষ চাহিদা দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় আর্থিক

Scanned with CamScanner

2.2.3. রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের ভিসন (Vision of RMSA)

সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার 'ভিসন' হল উন্নতমানের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, যেখানে 14 থেকে 18 বছরের সব বালক-বালিকারা সেই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। একথা স্মরণ করে রাষ্ট্রীয় মধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বাস্তবায়িত করার কথা বলা হয়েছে।

- বাসস্থানের 5 কিমি এবং 7-10 কিমির মধ্যে একটি করে যথাক্রমে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকবে।
- 2017 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষায় সকলেই নথিভুক্ত হবে (GER of 10%) ।
- 2020 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সকলকেই বিদ্যালয়ে ধরে রাখা যাবে।
- বিশেষ করে সমাজের বঞ্চিত অংশ, যেমন—আর্থিক দিক থেকে দুর্বল, শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া, গ্রামাঞ্চলে বাস করে এমন বালিকা ও অক্ষম শিশু এবং অন্যান্য প্রান্তীয় জনগোষ্ঠী, যেমন—ST, SC, OBC এবং EBM (শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু, Educationaly Backward Minority) প্রভৃতি সকলকে মাধ্যমিক শিক্ষায় নথিভুক্ত করতে হবে।

2.2.4. রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Objectives and Goals of RMSA)

সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষার ধারণার মধ্যে কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন হল—সর্বজনীন নথিভুক্তকরণ, সমতা এবং সামাজিক ন্যায়, পাঠক্রম ও কাঠামোর প্রাসঙ্গিকতা এবং বিকাশ। সমতার ক্ষেত্রে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে, কমন স্কুলের ধারণা উৎসাহিত হয়।

উপরে উল্লিখিত মূল্যবোধগুলি যদি গৃহীত হয় তাহলে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিসহ সমস্ত ধরনের বিদ্যালয়গুলি রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে সামিল হয়ে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা রূপায়ণে ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। ফলে সমাজের সুবিধাভোগী সম্প্রদায় শুধু নয়, সাধারণ পরিবার এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী পরিবারের সন্তানগণের বিদ্যালয়ে নথিভুক্তকরণে নিশ্চিত রূপ দেওয়া সম্ভব হবে।

উপরোক্ত লক্ষ্যগুলিকে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলিতে রূপ দেওয়া যায়।

1. সমস্ত সরকারি, স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি পূর্বনির্দিষ্ট মান অনুযায়ী ন্যূনতম পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা, কর্মচারী এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের জন্য আর্থিক সহযোগিতা এবং অন্য বিদ্যালয়গুলি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

Scanned with CamScanner

2. সকল শিক্ষার্থী যাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত হতে পারে তার জন্য বাসস্থান থেকে প্রতি 5 কিমি-র মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং 7-10 কিমি-র মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকে, যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত থাকে, স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী মুক্ত বিদ্যালয় থাকে তার ব্যবস্থা করা। তবে পার্বত্য এবং দুর্গম অঞ্চলে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। সেইসব স্থানে আবাসিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
3. লিঙ্গ, আর্থসামাজিক অক্ষমতা এবং অন্যান্য কারণে যাতে কোনো শিশু উন্নতমানের মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
4. বৌদ্ধিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক শিখনের গুণগতমান উন্নত করা এবং মাধ্যমিক পাঠরত প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে উন্নতমানের শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
5. উপরোক্ত উদ্দেশ্য অর্জন উন্নত মানের কমন বিদ্যালয় ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে।

Scanned with CamScanner

2.2.5. রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কৌশল (Approach and Strategy for RMSA)

উন্নতমানের সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন হল অতিরিক্ত বিদ্যালয়, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক এবং প্রয়োজনমতো অন্যান্য সুযোগসুবিধা। এর জন্য প্রয়োজন হল শিক্ষার চাহিদা, প্রাকৃতিক পরিকাঠামো, মানবসম্পদ, শিক্ষাগত ইনপুট সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করা এবং কর্মসূচিটি যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তার তত্ত্বাবধান করা। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের সূচনায় এই কর্মসূচিটি দশম শ্রেণি পর্যন্ত হবে। কর্মসূচিটি চালু হওয়ার পরে উচ্চমাধ্যমিক স্তর-এর আওতাভুক্ত হবে।

সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষায় নথিভুক্তকরণে এবং এর গুণগত মান উন্নয়নে নিম্নে উল্লিখিত কৌশল গ্রহণ করা হয়।

নথিভুক্তকরণ (Access)

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সুযোগসুবিধার দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে তেমনি সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে পার্থক্য আছে। উন্নতমানের মাধ্যমিক শিক্ষায় নথিভুক্ত করতে হলে জাতীয় স্তরে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করে ব্যাপকভাবে নর্ম স্থির করা একান্ত প্রয়োজন, এই ক্ষেত্রে প্রতিটি রাজ্য এবং ইউনিয়ন টেরিটরির ভৌগোলিক, সমাজ-সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং অধিবাসীগণের বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কেবলমাত্র রাজ্য এবং ইউনিয়ন টেরিটরির কথা চিন্তা করলে হবে না, প্রয়োজনমতো আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নর্ম বা আদর্শ ব্যবস্থা সাধারণত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় অনুযায়ী হবে। পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা এবং শিখন সম্পদ নিম্নোক্তভাবে হবে।

Scanned with CamScanner

দুই বছরের মধ্যে বর্তমান মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়
এবং প্রয়োজনমতো 'শিফটের' ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা এবং শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ মাইক্রো পরিকল্পনার ভিত্তিতে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালগুলিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে (অর্থাৎ আপগ্রেডিং করা)। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে উন্নীত করার ক্ষেত্রে আশ্রম বিদ্যালয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

যেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই সেখানে বিদ্যালয় মানচিত্র অনুযায়ী (School Maping) নতুন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। সমস্ত বিদ্যালয়ের বিল্ডিংগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে জলের ব্যবস্থা থাকবে এবং অক্ষমদের সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকবে।

- বর্তমান বিল্ডিংগুলিতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এই বিদ্যালয়গুলিতেও অক্ষমদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মানসিকতা গঠন করতে হবে।
- নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে PPP (Public Private Partnership) পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

গুণগত মান (Quality)

- প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত দ্রব্য, যেমন—ব্ল্যাকবোর্ড, আসবাবপত্র, পাঠাগার, বিজ্ঞান এবং গণিতের ল্যাবরেটরি, কম্পিউটার ল্যাবরেটরি, শৌচাগার ইত্যাদি ব্যবস্থা ও সরবরাহ করা।
- অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং তার প্রশিক্ষণ, অষ্টম শ্রেণি থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষমতা উন্নতির জন্য ব্রিজকোর্সের ব্যবস্থা করা।
- ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক-2005 অনুযায়ী পাঠক্রম পুনর্নবীকরণ করা।
- গ্রামীণ এবং পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ন্যায়বিচার (Equity)

- তপশিলিভুক্ত জাতি, উপজাতি, অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিনাব্যয়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা।
- বালিকাদের জন্য হোস্টেল/আবাসিক বিদ্যালয় নগদ অর্থ, ইউনিফর্ম, পুস্তক, পৃথক শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা।
- মাধ্যমিক স্তরের মেধাবী এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল শিক্ষার্থীদের বৃত্তিপ্রদান

সমস্ত কার্যাবলির প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সমস্ত বিদ্যালয়ে ক্ষমতার দিক থেকে পার্থক্যসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সব ধরনের সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

Scanned with CamScanner

2.2.8. রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে বাধাসমূহ (Obstacles of RMSA)

RMSA কর্মসূচি কার্যকরীকরণে বাধাসমূহ সম্পর্কে এখনও কোনো উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা হয়নি। তবে সাধারণভাবে বাধাসমূহ সম্পর্কে বিশেষ করে সর্বশিক্ষা অভিযানে যে বাধাগুলি প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে তার ভিত্তিতে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন করার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেছে সে সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

1. **মাধ্যমিক শিক্ষা এখনও বাধ্যতামূলক হয়নি:** সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষায় যেমন বাধ্যতামূলক শব্দটি অন্তর্নিহিতভাবে যুক্ত করা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে সর্বজনীনতা উল্লেখ থাকলেও বাধ্যতামূলক শব্দটি অন্তর্নিহিতভাবে যুক্ত করা হয়নি। সেই কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সহযোগিতামূলক সংস্থা এবং জনগণের মধ্যে এ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হয়নি। জনগণের মধ্যে একটা বড়ো অংশ যেমন প্রারম্ভিক শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে, উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে তেমনি সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সেভাবে জনগণের মধ্যে রেখাপাত করতে পারেনি। ফলে এই কর্মসূচি রূপায়ণে সর্বস্তরের অংশগ্রহণ এখনও বাস্তব রূপ পায়নি। কর্মসূচিটি এখনও প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

Scanned with CamScanner

2. **শিক্ষার্থীদের আগ্রহের অভাব:** উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের একটি অংশ ব্যতীত দরিদ্র এবং অতি-দরিদ্র পরিবার (যাদের সংখ্যা আমাদের দেশে এখনও অধিক) থেকে আগত শিক্ষার্থীদের একটা বড়ো অংশই প্রারম্ভিক শিক্ষা শেষ করে বৃত্তিশিক্ষা (যেখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উত্তীর্ণ হলেই চলে) গ্রহণ করে কাজের বাজারে প্রবেশ করে বা অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে ক্ষুদ্র শিল্পে, কৃষিকাজে, গৃহনির্মাণ শিল্পে, কুটিরশিল্পে ইত্যাদিতে নিযুক্ত হয়ে অর্থ উপার্জন করে। যদিও এদের জন্য RMSA আংশিক সময়ের শিক্ষা বা মুক্ত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করলেও এরা তাতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করে না।

3. **মেধার স্বল্পতা:** SC, ST, মহিলা, সমাজে অসুবিধাভোগী এবং শিক্ষায় পশ্চাৎপদ শ্রেণির পরিবারে শিক্ষায় অনুশীলন এবং উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে সন্তানদের শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় মেধার অভাব দেখা যায়। (সমীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত তথ্য) এর ফলে কোনো রকমে প্রারম্ভিক শিক্ষা শেষ করার পর এরা মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ করার ক্ষেত্রে উৎসাহ বোধ করে না। এদের পিতামাতাও এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখায় না।

4. **বৃত্তির ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই:** আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত বৃত্তিমুখী, বৃত্তির বাজারে প্রারম্ভিক শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য না থাকায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী (যাদের উচ্চশিক্ষায় কোনো আগ্রহ নেই) প্রারম্ভিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পরেই বৃত্তির চেষ্টা করে। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য দু-বছর অধিক সময় ব্যয় করতে চায় না।

5. **মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগের অভাব:** আমাদের দেশে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনে School Mapping ব্যবস্থা না থাকায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এমন অনেক গ্রামাঞ্চল আছে যেখানে 5 কিমির মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ নেই। একই সঙ্গে বিদ্যালয় স্থাপনে রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে অনেক অঞ্চলে বিশেষ করে শহর ও আধা শহরে প্রয়োজনের তুলনায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যায় যে, প্রয়োজন হলেও আর্থিকসহ অন্যান্য প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতার কারণে প্রয়োজন থাকলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়নি। যার ফলে সেইসব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ অষ্টম শ্রেণির পর মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে না। ওই অঞ্চলে মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকলেও অন্য বিদ্যালয় থেকে আগত অষ্টম শ্রেণি উন্নীত শিক্ষার্থীদের ভরতি করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

6. **পরিকাঠামোগত ঘাটতি:** RMSA-কর্মসূচিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নর্ম অনুযায়ী বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো স্থাপনের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে

Scanned with CamScanner

অর্থের অভাব এবং প্রশাসনিক তৎপরতার অভাবে আদর্শ পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা হয়নি। এই বিষয়টিও বাধাগুলির মধ্যে অন্যতম।

7. **শিক্ষকের ঘাটতি:** RMSA-কর্মসূচি রূপায়ণে সবচেয়ে বড়ো বাধা হল শিক্ষকের ঘাটতি, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার জন্য যে প্রচুর সংখ্যক (বিশেষ করে RMSA-র নর্ম অনুযায়ী 1:30) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা এখনই প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করা সময়সাপেক্ষ। পাশাপাশি এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করা বিশেষ সমস্যা। সম্প্রতি মানব বিকাশ মন্ত্রক নোবেলজয়ী মাননীয় অমর্ত্য সেন-এর প্রতিষ্ঠিত প্রতীচী ট্রাস্টের উদ্যোগে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশানুযায়ী সফলতা অর্জন না হওয়ার কারণ অনুসন্ধানের এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে—প্রারম্ভিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাড়ি-ঘর, শৌচাগার, আসবাবপত্র, পানীয় জলের ব্যবস্থা সবই আছে। যা নেই তা হল যোগ্য শিক্ষক, যাঁরা শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান সম্পদ সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি বোধ করি আরও বেশি সত্য।

8. **সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার কর্মসূচির উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু লক্ষ্য স্থিরকরণ (Target) সম্ভবত বিবেচনাপ্রসূত নয়:** সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার রূপায়ণ সম্পর্কে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি প্রশ্ন করবে বলে মনে হয় না বরং এই কর্মসূচিটি পূর্বেই কেন গ্রহণ করা হয়নি সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে এর লক্ষ্য (Target) অর্জনে যে সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা আমাদের কর্মতৎপরতা এবং বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্থির করা হয়নি বলে আমার মনে হয়।

Scanned with CamScanner